দৈনিক সংবাদ

তারিখ 01 NOV 1991
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

৪৬

সংসদে প্রশ্নোত্তর

ভার্সিটি মঞ্জুরি কমিশন সেসন জট নিরসনের চেষ্টা করছে

।। সংসদ রিপোর্টার ।।

শিক্ষামন্ত্রী ব্যারিস্টার জমিরউদ্দিন সরকার গতকাল সংসদের প্রশ্নোত্তর পর্বে জানিয়েছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ১৯৮২ সাল থেকে সেশনজট নিরসনে উদ্যোগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সহযোগিতা কামনা করে আসছে। এজন্য সরকারের কাছে আর্থিক চাহিদাও পেশ করা হয়েছে। সরকার এ খাতে এক কোটি টাকা মঞ্জুরিও প্রদান করেছে। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে একাডেমিক সেশন ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আনার ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে।

শিক্ষামন্ত্রী বিএনপি'র এ, টি, এম আলমগীরের এক প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান।

পার্বত্য উপজাতীয়দের শিক্ষিতের হার

আওয়ামী লীগের রহমত আলীর এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, ১৯৯১ সালের আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী (জুলাই '৯১ –এ প্রকাশিত) বাংলাদেশে শিক্ষিতের হার ২৪.৮২% (সব বয়সের)।

আওয়ামী লীগের দীপংকর তালুকদারের এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, ১৯৯১ সালের আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী পার্বত্য উপজাতীয়দের শিক্ষিতের হার শতকরা ২৩.৪৯%। জেলাওয়ারী এই হার যথাক্রমে খাগড়াছড়িতে ২০.০০%, রাঙ্গামাটিতে ২৮.৭২% এবং বান্দরবানে ১৯.৬১%।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্য শিক্ষক পদ

বিএনপি'র সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুলের এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ১৬শ' সহকারী শিক্ষকের শূন্যপদ রয়েছে। অতি শিগগির পদগুলো পূরণের লক্ষ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে।

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁস প্রসঙ্গে

আওয়ামী লীগের আবদুল মতিন খসরুর এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানান, কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের ১৯৯১ সালের এসএসসি পরীক্ষার তালিকাভুক্ত ১ লাখ ৩০ হাজার ১৪৩ জন পরীক্ষার্থী প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় আর্থিক ও মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

মন্ত্রী জানান, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা তদন্তের জন্য সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আবদুল মতিন খান চৌধুরীর নেতৃত্বে উচ্চ পর্যায়ের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল। কমিটি তদন্ত প্রতিবেদন সরকারের কাছে দাখিল করেছে। প্রতিবেদনটি পরীক্ষাধীন আছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার প্রেক্ষিতে দোষী-সন্দেহে কয়েক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিষয়টি সিআইডি'র তদন্তাধীন আছে।